অকপট
অজিত বাইরী

আজ চমৎকার রোদ উঠেছে আকাশে;
তুমি রোদের ভাষায় কথা বল।
অন্ধকারে স্পষ্ট হয় নদীর কলস্বর,
তুমি নদীর ভাষায় কথা বল।

আমি কপটতা বুঝি না, সাদাকে সাদা
আর কালোকে কালো বলেই চিনি।
মুখোশ আমার পছন্দ নয়; প্রকৃত মুখগুলিকেই
আমি চিনে নিতে চাই।

যদি ফুটতেই হয়, ফুলের মতো ফোটো।
যদি জ্বলতেই হয নক্ষত্রের মতো জ্বলো।
মানুষ যেন মানুষের দরজা জানলা চিনতে পারে।

গাছ হব
তারাপ্রসাদ সাঁতরা

কষ্ট তো হবেই, সকলেই যেখানে
উপহার নিয়ে যাচ্ছেন ঈশ্বরের কাছে।

আমার তো কিছু নেই।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি
আরো কিছুকাল থাকবো গাছেদের মতো
যাদের ছোটাছুটি নেই, নেই হিসাব-নিকাশ।

তারপর একদিন। তখন
দাঁড়াতে পারবো।

আর নদী নয়, মানুষ নয়
আকাশও নয়

একমাত্র গাছই হব। গাছেরা
রঙ পাল্টায় না। কেবল দেয়।
দিতে জানে। বিনিময়ে
বিষপান করে শিব হয়ে আছে।

একক বিচ্ছেদ
প্রণয় সরকার

যেখানে যাচ্ছো যাও ফিরে এসে দেখো
এ ঘর তেমনি আছে পোশাকে আসবাবে,
এ উঠোনে রোদ পড়ে আমের ডালের ফাঁক দিয়ে;
দক্ষিণের জানালায় লতিয়ে উঠেছে গুলঞ্চলতা;
ও পারে আকাশ ঘিরে চেতনা বিভাসে ওড়ে পাখি।

যেখানে যাচ্ছো যাও, তবু মনে রেখো-
নিস্তব্ধ বেলায়, চাওযার সীমানাটুকু ভেবে নিতে হয়,
মাঝে মাঝে দেওয়া কথা রাখার কি প্রয়োজন নেই?
নিছক কারণে অযথাই সরে যায় সম্পর্কের অদৃশ্য পরাগ,
হাতে হাত রাখলেও তাপহীন, উত্তাপ রহিত।

যেখানে যাচ্ছো যাও, ফিরে এসে দেখো,
তোমার গরম ভাতে রাখা আছে
রূপবান ইরাবতী নদীর ইলিশ।

একদিন
শীতল চৌধুরী

একদিন ঠিক দেখে নিও চাঁদের আলোয়
খেলতে খেলতে পৌঁছে গেছি তোমার কাছে।

একদিন ঠিক দেখে নিও অনেক অক্ষর বুনতে বুনতে
অনেক বর্ণমালা ভাঙতে ভাঙতে ছুঁয়েছি তোমায়!